দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 6 JUN 2017
পৃষ্ঠা কলাম

মাগুরায় পাঁচশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭২টিই ঝুঁকিপূর্ণ

■ মাগুরা প্রতিনিধি

দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় মাগুরার ৭২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনে ২০ হাজারের বেশি ছাত্র-ছাত্রী ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে পড়াশুনা করতে বাধ্য হচ্ছে। এসব বিদ্যালয়ে কোনো কোনোটিতে পাঠদান চলছে খোলা আকাশের নীচে। কোনোটাইবা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস চলছে পরিত্যক্ত ঘোষিত ভবনে। এছাড়া পরিত্যক্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলোতে ক্লাস নিতে বাধ্য হওয়ায় সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিও কমে যাচ্ছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। আর এ কারণে জেলার প্রাথমিক পাঠদান কার্যক্রমও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে দারুণভাবে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, জেলার চারটি উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৫০০টি। এর মধ্যে ৭২টি স্কুলের ভবন জরাজীর্ণ হওয়ায় সেগুলো পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে শালিখা উপজেলায় ৩০টি, শ্রীপুর উপজেলায় ২১টি, সদর উপজেলায় ১০টি ও মহম্মদপুর উপজেলার ১১টি ঝুঁকিপূর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।

সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে দেখা গেছে, ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ পরিত্যক্ত ঘোষিত ভবনেই পাঠদান কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হয়েছে। শ্রীপুর উপজেলার মাঝাইল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা অত্যন্ত জরাজীর্ণ। ২০১৩ সালে পরিত্যক্ত ভবনে [illegible] পাঠদান কার্যক্রম [illegible] ১৯৯৪ সালে নির্মিত হলেও নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করার কারণে কয়েক বছর পর থেকেই এর পলেস্তরা খসে পড়তে থাকে বলে জানিয়েছেন এখানকার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা। এ স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৫৭ জন। শ্রেণিকক্ষের সংকটের কারণে পরিত্যক্ত ঘোষিত ভবনেই ছেলে-মেয়েদের ক্লাস নেওয়া হয়। সঙ্গত কারণে এখানকার ছাত্র-ছাত্রীসহ শিক্ষকদের জীবন দারুণভাবে ঝুঁকিপূর্ণ।

শ্রীপুরের মাঝাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা গুলশান আরা বেগম বললেন, "ভবনের দুরাবস্থার কথা কর্তৃপক্ষকে জানানোর পর তা পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে ২০১৩ সালে। কিন্তু অদ্যাবধি নতুন ভবন নির্মিত না হওয়ায় পরিত্যক্ত ঘোষিত ভবনেই ২৫৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর পাঠদান করতে হচ্ছেন তারা। যা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের জন্যই ঝুঁকিপূর্ণ "। এলাকার অভিভাবকদের মধ্যে অনেকেই জানান, ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে ক্লাস নেওয়ার কারণে ছেলে-মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠিয়ে সব সময় তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকেন।

একজন অভিভাবক রেখা বেগম বললেন, আমরা ছেলে-মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠিয়ে সব সময় সন্ত্রস্ত অবস্থায় থাকি। কখন যেন দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিরাপদ পরিবেশে লেখাপড়ার স্বার্থে যত দ্রুত সম্ভব নতুন ভবন নির্মাণের দাবি জানান। মাঝাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সাবেক সভাপতি সৈয়দ রজব আলি বাচ্চু ভবন নির্মাণে বিলম্বের বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, ভবন নির্মাণে কর্তৃপক্ষের গড়িমসির কারণে এখানে ভয়াবহ দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।

জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ঝুঁকিপূর্ণ ও পরিত্যক্ত ভবন বিষয়ে জানতে চাইলে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রুহুল আমিন বলেন, মাগুরার চারটি উপজেলার ৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭২টি ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়েছে। আমরা ভবন নির্মাণের চাহিদাপত্রসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানানোর প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটা স্কুলের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। ওইসব স্কুলের ভবন নির্মাণের কাজ দ্রুতই শুরু হবে। আশা করছি বাকি স্কুলগুলোর জন্যও ভবন নির্মাণের নির্দেশনা দ্রুতই পাওয়া যাবে।